উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতাল, চৌহালী, সিরাজগঞ্জ
-এর কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র
(Performance Overview of the District)

সাম্প্রতিক অর্জন , চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সাম্প্রতিক বছরসমূহের প্রধান অর্জনসমূহ:

কৃষি নির্ভর বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রায় প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরগুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। দেশের প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে গবাদিপশু, হাঁস-মুরগি ও দুধ উৎপাদন বৃদ্ধিসহ সংরক্ষণ, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও জাত উন্নয়নে এখাতে রয়েছে অভাবনীয় সাফল্য। এ ধারাবাহিকতায় সম্প্রতি বাংলাদেশ মাংস উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে জিডিপিতে স্থিরমূল্যে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান ১.৪৪%এবং প্রবৃদ্ধির হার৩.৮০% (বিবিএস, ২০২১)।মোট কৃষিজ জিডিপি'তে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান ১৩.১০%।তাছাড়া ২০২১-২২অর্থ বছরে প্রাণিসম্পদ খাতে জিডিপির আকার ছিল৫০৩০১কোটি টাকা যা বিগত ২০১৭-১৮অর্থ বছরের তুলনায় ৭০৮৯কোটি টাকা বেশি (বিবিএস,২০২১)। জনসংখ্যার প্রায় ২০% প্রত্যক্ষ এবং ৫০% পরোক্ষভাবে প্রাণিসম্পদ খাতের ওপর নির্ভরশীল। প্রাণিজ আমিষের প্রধান উৎস মাংস, দুধ ও ডিমের উৎপাদন বিগত তিন বছরে যথাক্রমে প্রায় ৭%, ১৪% ও ১২% বৃদ্ধি পেয়েছে।তাই বর্তমানে মাংস, দুধ ও ডিমের জন প্রতি প্রাপ্যতা বেড়ে যথাক্রমে ১৩৬.১৮ গ্রাম/দিন, ১৯৩.৩৮ মি.লি/দিন ও ১২১.১৮টি/বছর এ উন্নীত হয়েছে যা দেশের ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর প্রাণিজ আমিষের চাহিদা মেটাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।বিগততিনবছরে উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতাল, চৌহালী, সিরাজগঞ্জ-এর অর্জন সমূহ নিম্নরূপ:

উৎপাদিতপণ্য	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২
মাংস (লক্ষমেট্রিকটন)	০.১৩৬	০.১৩৯	০.৩৩৭
দুধ (লক্ষমেট্রিকটন)	০.৩৪৫	০.৩৮৫	০.৪৬৬
ডিম (কোটি)	৫.৭৭	৫.৮২	৯.৫

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ :

গবাদিপশুর গুণগত মানসম্পন্ন খাদ্যের অপ্রতুলতা,রোগের প্রাদুর্ভাব, সুষ্ঠু সংরক্ষণ ও বিপণন ব্যবস্থার সংকট, লাগসই প্রযুক্তির অভাব, অসচেতনতার, প্রণোদনামূলক উদ্যোগের সংকট, উৎপাদন সামগ্রীর উচ্চ মূল্য, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, সীমিত জনবল ও বাজেট প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে অন্যতম চ্যালেঞ্জ।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাঃ

সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার-২০১৮,প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১,অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২০২৫, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-২০৩০ এবং ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি অর্জনে প্রাণিজাত পণ্যের যথাযথ উৎপাদন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাজার ব্যবস্থার সংযোগ জোরদারকরণ, পণ্যের বহমুখীকরণ, ফুড সেফটি নিশ্চিতকরণ এবং ক্যাটেল ইনসুরেন্স ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে। গবাদিপশু ও পাখির রোগ নিয়ন্ত্রণ, নজরদারি, চিকিৎসা সেবার গুণগত মান উন্নয়ন এবং রোগ অনুসন্ধান গবেষণাগার স্থাপন করা হবে । দুগ্ধ ও মাংসল জাতের গরু উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণের মাধ্যমে গরু-মহিষের জাত উন্নয়ন এবং অধিক মাংস উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন গরুর জাত উন্নয়ন করা হবে। পশু খাদ্যের সরবরাহ বাড়াতে উন্নত জাতের ঘাস চাষ সম্প্রসারণ, টিএমআর প্রযুক্তির প্রচলন, উৎপাদন উপকরণ এবং প্রাণিজাত খাদ্যের মান নিয়ন্ত্রণ গবেষণাগার স্থাপন করা হবে। তাছাড়া প্রাণিসম্পদের টেকসই উৎপাদন নিশ্চিত করার পাশাপাশি প্রাণিজ আমিষের নিরাপত্তা বিধান, আপামর জনগোষ্ঠীর পুষ্টির চাহিদাপূরণ, রপ্তানি আয় বৃদ্ধি ও অভিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর অংশ গ্রহণের মাধ্যমে কাঙ্খিত আর্থসামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ। সর্বোপরি, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সাথে সংশ্লিষ্ট SDG-এর ৯টি অভীষ্ট ও ২৮টি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ইতোমধ্যে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে যা সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

২০২০- ২১ অর্থবছরে সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহঃ

- গবাদিপশুর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দুধ, মাংশ ও ডিম উৎপাদন যথাক্রমে ৬.৪৯ লক্ষ মে. টন, ৩.২৪ লক্ষ মে. টন এবং ৪৬.৫৭ কোটিতে উন্নীত করা;
- রোগ প্রতিরোধে ৭০ লক্ষ গবাদিপশু-পাখিকে কে টিকা প্রদান;
- মৎস্য খাদ্য ওপশুখাদ্য আইন-২০১০ এবং পশুখাদ্য বিধিমালা-২০১৩ বাস্তবায়নে ১২৩২ টি খামার/ফিডমিল/হ্যাচারি পরিদর্শন করা;
- গবাদিপশু-পাখি পালনে সক্ষমতা বৃদ্ধিতে ৪২২টি উঠান বৈঠক পরিচালনা করা;
- গবাদিপশু ওহাঁসমুরগির খাদ্যে ও অন্যান্য প্রাণিজাত পণ্যের গুনগত মান নিয়ন্ত্রণে ১৬টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা;
- জীব নিরাপত্তা ও নিরাপদ প্রাণিজ খাদ্য নিশ্চিতকল্পে খামারী পর্যায়ে ৩০ টি পোল্ট্রি খামার রেজিস্ট্রেশন ও নবায়ন এবং ৭০ টি গবাদিপশুর খামার রেজিস্ট্রেশন ও নবায়ন করা;
- মাংস প্রক্রিয়াজাতকারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য মোট ৩০০জন মাংস প্রক্রিয়াজাতকারী (কসাই) কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।